দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

65

উপাচার্যের সঙ্গে ছাত্রনেতাদের বৈঠকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত

মার্চ বা এপ্রিলে ডাকসু নির্বাচন ।। বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ পরিবর্তনে উদ্যোগ না নেয়ার আহ্বান

।। হাফিজুর রহমান কার্জন ।।

আগামী মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে যেকোন দিন ডাকসু (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রী সংসদ) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

গতকাল রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদের সঙ্গে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের এক সভায় সর্বসম্মতভাবে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তাবে ছাত্রলীগ (ম-ই) বলেছে, ডাকসু নির্বাচনের আগে নির্বাচনের উপ-যোগী পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

সভায় সর্বসম্মতভাবে গৃহীত প্রস্তাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনকে ব্যাহত করে বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩ পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ না করার জন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আহ্বান জানানো হয়। প্রস্তাবে দেশের যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে '৭৩-এর আদেশ কার্যকর হয়নি সে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে '৭৩-এর আদেশ কার্যকর করার আহ্বান জানানো হয়।

সভায় উপস্থিত ছাত্র নেতৃবৃন্দ জানান, আলোচনার বিষয় ছিল ডাকসু নির্বাচন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন, হল পরিস্থিতি ও কাঁটাবন মসজিদ প্রসঙ্গ।

ছাত্র নেতৃবৃন্দ জানান, সভায় ডাকসু নির্বাচনের ব্যাপারে আপত্তি জানান ছাত্রলীগ (ম-ই) নেতৃবৃন্দ। কেননা তারা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সামগ্রিক পরিস্থিতি নির্বাচনের অনুকূলে না আসা পর্যন্ত ডাকসু নির্বাচনের বিরুদ্ধে। সভায় ছাত্রলীগ (ম-ই) নেতৃবৃন্দ বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক চর্চা অব্যাহত রাখার জন্য ডাকসু নির্বাচন দরকার এবং আমরা নির্বাচন চাই। কিন্তু তার আগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে

ডাকসু ঃ পৃঃ ২ কঃ ৬

ডাকসু ঃ মার্চ-এপ্রিলে নির্বাচন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিশ্চয়তা দিতে হবে যেন ছাত্রলীগ (ম-ই) সলিমুল্লাহ এবং জহুরুল হক হলে সুষ্ঠুভাবে রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। পরে ডাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার ব্যাপারে সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ - ১৯৭৩ সংশোধন করার ব্যাপারে সভায় ছাত্র সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩-এর কোন সংশোধন করতে হলে তা হতে হবে শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক ও শিক্ষাবিদদের মতামতের ভিত্তিতে। সরকার একতরফাভাবে এ আদেশ সংশোধনের উদ্যোগ নিলে আমরা তা মেনে নেব না।

সভায় ছাত্রদলসহ সকল সংগঠন অবি-লম্বে কাঁটাবন মসজিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত করার জোর দাবি জানায়।

সভা উপস্থিত সকলে প্রতি হলের শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের কার্যক্রম পুনরায় আরম্ভ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভায় ছাত্রলীগের (ম-ই) নেতা মঈ-নুদ্দীন হাসান চৌধুরী, খিজির হায়াৎ মোঃ লিজু ও পংকজ দেবনাথ, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতা শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি ও শাহজাহান হাওলাদার সুজন, ছাত্র ইউনিয়নের নেতা রুহিত হোসেন প্রিন্সও আসলাম খান, ছাত্রমৈত্রীর নেতা রাগীব আহসান মুন্না ও খায়রুল ইসলাম রূপম, ছাত্রলীগের (বা-কা) নেতা রোকনুজ্জামান রোকন ও ওবায়দুর রহমান চুন্নু, ছাত্র ফেডারেশনের নেতা আহাদ আহমেদ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের নেতা মোস্তাক আলম টুলু ও সাইফুর রহমান তপন উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে উপাচার্য ছাড়াও হলগুলোর প্রভোস্ট, প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টররা উপস্থিত ছিলেন।